ছহীহ হাদীছের অনুসরণে প্রথম ঈদের জামা'আত

গত ৮ই এপ্রিল রোজ বুধবার কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার গাযীপুর গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী প্রথম ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুহাম্মাদ ফারূকের নেতৃত্বে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে সকাল ৭.২০ মিনিটে অত্র ঈদগাহে এই প্রথম ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলাদেশ -এর কুমিল্লা জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে জামা'আতে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ফাইযুল আমীন সরকার, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ ঢাকা'র হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয মুছলেহুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের 'কর্মী' মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, ঐ দিন একই স্থানে সকাল ৯.০০ টায় হানাফী মতাবলম্বীদের অপর একটি জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে দেবিদ্বার থানার জগন্নাথপুর গ্রামেও ১২ তাকবীরে ঈদুল আযহার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর ও তার সাথীদের দাওয়াতের ফলেই এই সফলতা সম্ভব হয়েছে। উক্ত জামা'আতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার দফতর সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মাদ শামসুল হক।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ '৯৮ সম্পন্ন

গত ২৬ ও ২৭ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জেলার উদ্যোগে সাভার নাল্লাপোল্লা বাজার মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ'৯৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছ। প্রশিক্ষণ শিবিরে কুরআন তিলাওয়াত করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ কুরবান আলী। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য জান্নাত পাগল কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার সেক্রেটারী মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন- (১/৮১)ঃ ব্যাংকে টাকা রেখে টাকার লাভ নিজে ভোগ করতে পারব কি? ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মনীরুয্যামান
কুমিল্লা সেনানিবাস
কুমিল্লা

উত্তরঃ বাইয়ে মুযারাবা বা শরিকী কারবার অর্থাৎ একজনের অর্থে অন্যজনের ব্যবসার লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে, এইরূপ ব্যবসা ইসলামী শরীয়তে জায়েয আছে। আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাকে মুযারাবার উপর মাল দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে আর মুনাফা উভয়ে ভাগ করে নিবে। *-মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৮৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৫ম খণ্ড ২৬৭ পৃঃ; বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ; হাদীছটি ছহীহ।* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়। সে হিসাবে উক্ত লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।

প্রশ্ন-(২/৮২)ঃ আমি হানাফী ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করি। মুছল্লীরা কেউ রাফউল ইয়াদায়েন করেন না এবং আমীন জোরে বলেন না। আমি একাই এই আমল করি। ইমাম ছাহেব অন্যান্য মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ওনারটা উনি আমল করুন, আপনাদেরটা আপনারা আমল করুন। দু'টোই ঠিক আছে। কথাটি কি সঠিক?

লুৎফর মন্ডল
নায়েক এ্যাসিসট্যান্ট
বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের 'দু'টোই ঠিক আছে' কথাটা আদৌ সঠিক নয়। রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। না করলে ছালাত সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকুতে যেতেন ও যখন রুকু থেকে

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাথা উঠাতেন, তখন দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ; নাসাঈ ১ম খন্ড ১১৭ পৃঃ; আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪ ও ১০৬ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৫ পৃঃ; ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ; মালেক ২৫ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মোহাম্মাদ ৮৯ পৃঃ; ত্বাহাভী ১ম খণ্ড ৯৬ ও ১০৯ পৃঃ।* ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত উল্লেখিত সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। *-বায়হাক্বী, নাছবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ।*

ইবনে মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় ১বার দুই হাত তুলতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, ছালাতে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় দু'হাত না তোলা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলিই বাতিল। তন্মধ্যে একটিও ছহীহ নয়। যেমন-ইবনে মাসঊদের হাদীছ'। *-মঊযুআতে কাবীর ১১০ পৃঃ; মঊযু'আতে ইবনিল জাওযী ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।*

'আমীন' জোরে বলতে হবে, এটাই সুন্নাত। ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে গায়রিল মাগযূবে আলায়হিম অলায-যাল্লীন পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি। *-তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ।* ইবনে যোবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে আমীন বলতেন যে, মসজিদে নববী গমগম করে উঠতো। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ।* জোরে আমীন বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং ছাহাবীদের তিনটি আছার পাওয়া যায়। *-নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ।* এমনকি হানাফী পন্ডিতদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন-আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রঃ) বলেন, নিরবে আমীন বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জোরে আমীন বলা'। *-শরহে বেকায়াহ ১৪৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/৮৩)ঃ আমার বাড়ীর নিকটবর্তী কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই। হানাফী মসজিদ রয়েছে। এখানে নিয়মিত জামা'আত হয়। আমি তাদের জামা'আতে শরীক না হয়ে আমার পরিবার সহ বাড়ীতে জামা'আত করি। এটা কি আমি ভুল করছি, না ঠিক করছি? কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী সমাধান জানতে চাই।

শফীকুল ইসলাম
এ এম আই, রাজশাহী

উত্তরঃ ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অন্ধ ব্যক্তিকেও জামা'আতে উপস্থিত হ'তে বলেছেন। *-মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তাঁরা ঠিক করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী। আর যদি ভুল করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য গোনাহ।-বুখারী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বয়ের আলোকে বলা যায় যে, হানাফী ভাইদের জামা'আতে আহলেহাদীছদের শরীক হওয়া জায়েয আছে। তবে ঐ ছালাত সাধারণতঃ দু'টি বড় হক থেকে বঞ্চিত হয়, যা আদায় করা আবশ্যক। (১) রুকু-সিজদা সুষ্ঠুভাবে ধীর ও স্থীরতার সাথে আদায় করার সুযোগ হয় না। আর ধীরস্থীরতার সাথে ছালাত আদায় করা অপরিহার্য। এক ব্যক্তি ধীরস্থীর ভাবে রুকু-সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার ছালাত হয়নি, পুনরায় ছালাত আদায় কর।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ। (২) হানাফী ভাইগণ কোন কোন ওয়াক্তে দেরী করে ছালাত আদায় করেন এবং রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত আউয়াল ওয়াক্তের উত্তম সময় পার করে দিয়ে অনুত্তম সময়ে আদায় করেন, যা ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। ছহীহ হাদীছে রয়েছে সমাজের নেতারা দেরী করে ছালাত আদায় করলে ঠিক সময়ে একাই ছালাত আদায় করে নিবে। যেমন- ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু যর! যখন তোমার উপর নেতারা ছালাতকে দেরী করে দিবে তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করে নিয়ো। পরে তাদের ছালাত অবস্থায় পেলে তাদের সাথে পড়। সেটা তোমার জন্য নফল হবে'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০।* অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমাজের লোক দেরী করে ছালাত আদায় করলে একাই সময়মত ছালাত আদায় করে নিতে হবে। পরে আবার জামা'আতে যোগ দিতে পারবে সেটা তার জন্য নফল হবে।

প্রশ্ন (৪/৮৪)ঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়া যাবে কি? যদি যায় তাহ'লে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

হাসানুয যামান
গ্রামঃ রাজপুর, পোঃ সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে অথবা দুই সালামে উভয় ভাবে পড়া যায়। তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতকে সালাম দ্বারা বিভক্ত করে পড়া অথবা এক সালামে পড়া কোন পক্ষেই কোন মরফূ ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি। ফলে কেউ এক সালামে পড়তে চাইলে পড়তে পারবে অথবা দুই সালামে পড়তে চাইলেও পড়তে পারবে'। *-তোহফা ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১১।*

ইমাম বুখারী (রাঃ) নফল বা সুন্নাত ছালাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ার প্রমাণে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল সমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ইয়াইহয়া ইবনে সাইদুল আনসারীর (রাঃ) কথা নকল করে বলেন, মদীনার সকল বিদ্বানগণ দিনের সুন্নাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-বুখারী, ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।* আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, জমহুর ওলামা রাত-দিনের নফল বা সুন্নাত ছালাতগুলি দু'রাক'আত করে পড়ার মত গ্রহণ করেছেন। *-ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৬৩ পৃঃ।*

প্রকাশ থাকে যে, কেউ যদি নফল বা সুন্নাত ছালাত এক সালামে ৪ রাক'আত পড়েন, তাহ'লে পরের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বেন। কারণ নফল হচ্ছে ফরযের শাখা। কাজেই কোন স্পষ্ট দলীল ব্যতীত ফরযের যাবতীয় পদ্ধতি সুন্নাতে অনুসৃত হবে। আর সাধারণভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাত আদায় করার নিয়ম হ'ল প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ ২টি সূরা পড়া ও শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করা। যেমন- আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, كان النبىُّ (ص) يقرأ فى الظهر فى الأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الكتابِ وسورتينِ وفى الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكتابِ... وهكذا فى العصرِ متفق عليه- 'রাসূল (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন.....। এভাবে আছরের ছালাতেও পড়তেন। *-মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; নায়ল ৩/৭৬।*

প্রশ্ন-(৫/৮৫)ঃ বিবাহ করা কি ফরয? বিবাহ তরক কারীর হুকুম কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী
জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
লালপুর,নাটোর

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির উপরে বিবাহ করা ফরয হওয়া বা না হওয়া এবং কখন বিবাহ করা ফরয এসব নির্ভর করে ব্যক্তির নিম্নলিখিত অবস্থার উপরে। যেমন-

১। কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে এবং দ্রুত বিবাহ না করলে যদি তার যৌন বিষয়ক গোনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক বিবাহ করা ফরয। এ সম্পর্কে রাসূলের পবিত্র বাণী হল- 'যে ব্যক্তি বিবাহের যোগ্যতা রাখে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ হচ্ছে সর্বাধিক দৃষ্টি নিম্নকারী ও লজ্জাস্থানের সর্বাধিক পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে না সে যেন ছাওম পালন করে। কেননা ছাওম যৌন উত্তেজনা অবদমন করে। *-বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল 'নিকাহ' অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯২ পৃঃ।* এখানে নবী (ছাঃ) বিবাহে সক্ষম ব্যক্তিকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, 'বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যে বিবাহহীন থাকাকে নিজের ও তার দ্বীনের জন্য ক্ষতির ভয় করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই ভয় দূর না হয়, তার প্রতি ঐ অবস্থায় বিবাহ করা ফরয, এতে কোন দ্বিমত নেই। *-নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১০৩-১০৪।*

২। বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যার যৌবন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যৌন বিষয়ক কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা নেই, এরূপ ব্যক্তির প্রতি বিলম্বে অবকাশ সহ বিবাহ ফরয। সে নিজের খুশী মত যখন ইচ্ছে বিবাহ করতে পারবে। তবে বিবাহ করার দৃঢ় নিয়ত অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা তার প্রতিও বিবাহ ফরয। রাসূল (ছাঃ) উছমান বিন মাযউন (রাঃ)-কে বিবাহহীন থাকতে নিষেধ করেন। *-মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায় পৃঃ ৪৪৯; বুখারী ঐ পৃঃ ৭৫৯।* হযরত আয়েশা (রাঃ) -কে বিবাহহীন থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনিও তাতে নিষেধ করেন। *-আল্ মুহাল্লা বিল আছার ৯ম খণ্ড পৃঃ ৪।* নবী (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হীন থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি বিবাহ করেছি। যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

অস্বীকার করবে সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৫৭।* এখানে বিবাহ হীন থাকার সিদ্ধান্তকে রাসূল (ছাঃ) তাঁর তরীকা অস্বীকারের পর্যায়ভূক্ত গন্য করেছেন।

৩। যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না, তার উপরে বিবাহ কর ফরয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে'। তবে সে যদি বিবাহ করতে চায়, কিংবা তার বিবাহ কেউ যদি দিতে চায়, তবে সে তা পারে। কেননা রাসূল (ছঃ) জনৈক নিঃস্ব ও সম্পদহীন ব্যক্তিকে কুরআনের সূরা শিখিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। *-বুখারী ২য় খণ্ড, 'নিঃস্ব ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৬১।* আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। ..... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন' (সূরা নূর ৩২)।

বিবাহ তরক কারীর হুকুমঃ

বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে যদি কেউ বিবাহ না করে, তবে এতে গোনাহ নেই। যৌন উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখতে তার জন্য মাঝে মধ্যে ছওম পালনই যথেষ্ট। আর যার বিবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ওযর ও অসুবিধার দোহাই দিয়ে বিবাহ তরক করে। তাহ'লে এটি নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ হবে। অবশ্য সে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হবে না।

আর যদি কেউ ইসলামী বিবাহ রীতিকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিবাহ তরক করে, তবে সে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে অগ্রাহ্য করল, সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী, ফাৎহুল বারী ৯ম খণ্ড পৃঃ ১৩১ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়।*

প্রশ্ন-(৬/৮৬)ঃ ছহীহ হাদীছ ছাড়া যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে কি?

আব্দুল জলীল
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফযীলত হোক কিংবা আহকাম হোক কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। হাদীছ বর্ণনা কারীদের যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকের হাদীছ গ্রহণ করা শরীয়তে একটি যরূরী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ কোন ফাসেক ব্যাক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা এর সত্যতা যাচাই করে নিও। অন্যথায় অজ্ঞতা বশতঃ কোন জাতির উপর বিপদ টেনে আনতে পার। ফলে তোমরা লজ্জিত হয়ে যাবে' (হুজরাত ৬)। দ্বীনি বিদ্বানগণের হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করে বলা আবশ্যক। হাফ্ছ ইবনে আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক শুনা কথা তদন্ত না করেই বলবে। *-মুসলিম ভূমিকা ৮ পৃঃ।*

হাদীছ বর্ণনাকারীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রহণ করা আবশ্যক। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তাবেয়ী বলেন, নিশ্চয়ই জেনে রেখো (হাদীছের) জ্ঞান ইসলামের মৌলিক ব্যাপার। অতএব তোমরা কার দ্বীন গ্রহণ করছ তা সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখে নাও। *-মুসলিম ভূমিকা ১১ পৃঃ।* মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন আরো বলেন, পূর্বে লোকেরা হাদীছের সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনা শুরু হ'ল তখন তারা বলল, তোমাদের বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদেরকে সঠিক হাদীছ ধারণকারী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো, আর বর্ণনাকারীদেরকে বিদ'আতী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো না। *-মুসলিম ১১ পৃঃ।* হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে বর্ণনাকারীদের পরকাল ভয়াবহ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার আশ্রয় স্থল জাহান্নামে করে নেয়। *-মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭।*

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে হাদীছ বলা যাবে না। সুফিয়ান সওরী বলেন, হাদীছের সূত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ঈমানদার লোকের হাতিয়ার। যদি তার নিকট হাতিয়ার না থাকে, তাহ'লে সে কি জিনিস নিয়ে যুদ্ধ করবে। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, -হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাদীছের সূত্র ব্যতীত হাদীছ সন্ধান করে অর্থাৎ হাদীছের সূত্রের বিশুদ্ধতা না দেখেই হাদীছ গ্রহণ করে, সে রাত্রে কাষ্ঠ আহরণকারীর ন্যায়। সে কাঠের বোঝা বহণ করে যার মধ্যে সাপ আছে। সাপ তাকে দংশন করে কিন্তু সে বুঝতে পারে না। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* আব্দুল্লাহ ইবনে

http://islaminonesite.wordpress.com

মুবারক বলেন, হাদীছের বর্ণনাসূত্র মৌলিক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি বর্ণনাসূত্র না থাকতো তাহ'লে যার যা ইচ্ছা সে তাই বলতো। *-মুসলিম ১২।*

ইমাম মুসলিম বলেন, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। *-মুসলিম ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।* মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। এ কথায় হাদীছের সকল ইমাম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। *-হাদীছ সংকলনের ইতিহাস ৪৪৫ পৃঃ।* সিরিয়ার মুজাদ্দেছ আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাযম ও ইবনে তায়মিয়া বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছ আমল যোগ্য নয়। *-ক্বাওয়ায়িদুত্ তাহদীছ ৯৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন-(৭/৮৭)ঃ ইসলামী দাওয়াত কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে একজন পীর গ্রাম এলাকায় তার বাড়ীতে মীলাদ উপলক্ষ্যে গিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী জালসা করেন এবং নামাজী ব্যক্তির দ্বারা খাবার আয়োজন করা হয়, এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও খাওয়া জায়েয হবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আফসার আলী
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
জেলাঃ নাটোর

উত্তরঃ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব অহি ভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এখানে অহি-র বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান স্থান পাওয়ার বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করবে তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।* মীলাদ যেহেতু দ্বীন ইসলামের মধ্যে ধর্মের নামে একটি নব আবিষ্কৃত রীতি মাত্র। কিতাব ও সুন্নাহ্র মধ্যে যার কোন স্থান নেই এবং এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত ও গোনাহের কাজ। অতএব উক্ত উপলক্ষ্যটি বিদ'আত হওয়ার কারণে উক্ত জালসাটিও তার পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে এরূপ জালসায় শরীক হওয়া ও সে জালসার কোন কিছু খাওয়া কোনটিই ঠিক নয়। কেননা এতে মীলাদের সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ বলেন, নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না (সূরা মায়েদা ২)।

প্রশ্ন-(৮/৮৮)ঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে থাকে, তারা মারা গেলে নাকি তাদের জানাযা হবে না? কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কতটকু সত্য? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মিসেস নূরুন নাহার
পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে তাদের জানাযা পড়া যায়। যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কঠিন গুনাহের কাজ। এইরূপ নারী ও পুরুষের তওবা করা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, খায়বার নামক স্থানে একটি লোক মৃত্যু বরণ করেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজে তার জানাযা না পড়ে ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। সে যুদ্ধে গণীমতের মাল হ'তে আত্মসাৎ করেছে। *-আবুদাঊদ, নাসাঈ ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৫০ পৃঃ।* হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি। *-মুসলিম ও সুনান, নায়ল ৫/৪৮।*

প্রকাশ থাকে যে, কালেমা পাঠকারী সকল মুসলমানের জানাযা পড়া যায়। *-তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড ৪৭ পৃঃ।*

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয, আহলে রায়েত, ইমাম আওযাঈ প্রমুখ ফাসেক ও কবীরা গোনাহগারের জানাযা পড়া জায়েয মনে করতেন না। তবে কলেমাগো যেকোন মুসলমানের জানাযা পড়ার বিষয়ে রাসূলের (ছাঃ) সাধারণ নির্দেশের প্রেক্ষিতে জমহুর বিদ্বানগণ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জায়েয বলেন।

আত্মহত্যাকারী ও গণীমতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে পড়েননি বরং অন্যদেরকে পড়তে বলেছিলেন। সেই হিসাবে অনুরূপ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জামে মসজিদের ইমাম বা কোন বড় আলেমের পক্ষে না পড়াই সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী বলে অনুমিত হয়।

প্রশ্ন-(৯/৮৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা, গান, জাগরনী, গজল ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয কি-না? কোনটি জায়েয ও কোনটি না জাযেয। এসবের কি কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

নির্দিষ্ট শারঈ সুর রয়েছে? মসজিদে ইসলামী কবিতা পড়া যায় কি? কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ উবাইদুর রহমান
গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর
পোঃ ইনছাফ নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ছন্দাকারের কথার দু'টি দিক রয়েছে এবং সে ভিত্তিতেই এর জায়েয হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। যেমন-

১। ছন্দ যদি এমন কথা দ্বারা গঠিত হয় যেগুলো শারঈ দৃষ্টিতে আপত্তিকর। যথা- যৌন উত্তেজনাকর, বেহায়াপনা, অশ্লীল, শারীয়ত বর্জিত কথা, শিরক-বিদ'আত যুক্ত কথা ইত্যাদি। তবে এরূপ কথা দ্বারা গঠিত ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। এরূপ ছন্দকারীকে আল্লাহ 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে' বলে ভর্ৎসনা করেছেন (শু'আরা ২২৪)। অনুরূপভাবে ছন্দের কথা যেমনই হোক ও ছন্দের নাম যাই হোক বাদ্যযন্ত্র সহ কোন ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা বাদ্যযন্ত্র শরীয়তে হারাম। নাফে (রাঃ) বলেন, 'আমি রাস্তায় ইবনু উমরের সাথে ছিলাম তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনে তাঁর দু'কানে দু'আঙ্গুল রাখলেন এবং রাস্তা থেকে অন্য ধারে সরে পড়লেন। অতঃপর দূরে চলে যাওয়ার পর বলেন নাফে তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ? (নাফে বলেন) আমি বললাম, না। তখন তিনি তার কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, আমি একদা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনে এরূপ করেছিলেন। *-আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত, 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* মোটকথা বাদ্যযন্ত্র বিহীন ছন্দের কথা যদি ভাল হয় তবে তা ভাল এবং তা পাঠ করাও জায়েয। আর যদি মন্দ হয় তবে না জায়েয। রাসূলের (ছাঃ) নিকট কবিতার বিষয় তুলে ধরা হ'লে তিনি বলেন, সে তো কথা, যার ভালটি ভাল ও মন্দটি মন্দ। *-দারাকুতনী, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কবিতা জিহাদের মারাত্মক অস্ত্র হিসাবেও ভূমিকা রাখে। নবী (ছাঃ) বলেন, মুমিন নিঃসন্দেহে জিহাদ করে তরবারী ও কবিতার ভাষা দ্বারা। কসম আল্লাহ্র তা দ্বারা তোমরা তীরের নিশানার মত তাদের আঘাত হান। *-শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ৪১০ পৃঃ সনদ ছহীহ।* তিনি কবিতার মাধ্যমে কুরায়শদের দুর্নীতি বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তা তাদের জন্য তীরের ফলা অপেক্ষা কঠোর। *-মুসলিম, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪০৯।* আর এজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে ও ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের কবিতা পাঠ সুপ্রসিদ্ধ।

২। ছন্দ ও কবিতার সূর এবং রাগের ব্যাপারে দ্বীন ইসলামের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি। কবিতা সম্পর্কিত যতটুকু বিধি-নিষেধ এসেছে তা উপরে উল্লেখিত হ'ল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সূরের ব্যাপারে শারীয়তের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সূরের দিক-নির্দেশনা না দিয়ে বরং জাহেলি যুগে কাফিরদের তৈরীকৃত ও পঠিত কবিতা শোনার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, শুনে এমনকি তাদের ভাল কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভাল কবিতা ও সূরের ব্যাপকতার অবকাশ রেখে গেছেন। যেমন- জাহেলি যুগের কবি লাবীদ ও উমাইয়্যা বিন আবী ছালত উল্লেখযোগ্য। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৪০৯; হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহি।* এছাড়া তিনি রাখালিয়া উট চালকের কবিতা (এক প্রকার গান) শ্রবণ করার মাধ্যমে ও ছাহাবাগণের রাখালিয়া কবিতা (এক প্রকার গান) জায়েয করার মাধ্যমে সূরের আরো ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪১০ তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড ৬৬৫ পৃঃ।*

ফল কথা উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কে কবিতার লেখক? কে পাঠক? কি সূর? এসব শরীয়তের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হ'ল কবিতার কথা ও কবিতার সাথে হারাম এবং নিষিদ্ধ বস্তু সংযোজিত হয়েছে কি-না? যদি না হয়ে থাকে ও কথা ভাল হয়, তবে যেকোন সূরের কবিতা পাঠ জায়েয। তবে সূরের নামে যেন বেহায়াপনা ও কু-রুচির প্রকাশ না হয়।

৩। বিশেষ ভাবে ইসলামী ও জিহাদী কবিতা যে মসজিদে পাঠ করা যায়, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উমর (রাঃ) একদা মসজিদ হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলের (ছাঃ) সভাকবি হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। তিনি উমর (রাঃ) -কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি মসজিদে কবিতা পড়তাম এবং সেখানে তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন (অর্থাৎ নবী (ছাঃ)। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর দিকে ফিরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন, 'তুমি কি সে সময় নবী (ছাঃ) -কে আমার ক্ষেত্রে বলতে শুনেছ 'কাফিরদের জবাব দাও (কবিতায়)'। হে আল্লাহ তুমি তাকে (হাস্সানকে) জিব্রাঈলের মাধ্যমে সাহায্য কর'। উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন হাঁ। -*বুখারী হাদীছ নং ৪৫৩, ৩২১২, ৬১৫২।*

এছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাস্সানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে হাস্সান (রাঃ) রাসূলের পক্ষে গর্বের কবিতা সমূহ পাঠ করতেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উদ্দেশ্যে বলতেন, আল্লাহপাক হাস্সানকে জিব্রাইল দ্বারা সাহায্য করেন যতক্ষণ তিনি রাসূলুল্লাহ্র পক্ষে কবিতা পাঠ করেন। -বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়। কবিতা পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন,

هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، 'উহা কথা মাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর খারাপগুলি খারাপ'। -দারা কুতনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; সনদ হাসান, আলবানী।

প্রশ্ন-(১০/৯০)ঃ ছালাতের মধ্যেকার দো'আ সমূহ একবচনের জায়গায় বহুবচন পড়া যাবে কি? যেমন 'আল্লাহুম্মাহদীনী' এর স্থলে 'আল্লাহুম্মাহদীনা' পড়া হয়ে থকে।

ছিদ্দীকুর রহমান
গ্রামঃ জামলই
পোঃ তাহেরপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত দো'আ সমূহের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এরূপ পরিবর্তন নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) -কে বিছানায় শয়নের দো'আ শিক্ষা দেন। উক্ত দো'আটি পুনরায় নবী (ছাঃ) -এর সামনে পাঠ করতে গিয়ে এক জায়গায় নিজ থেকেই তিনি 'বি নাবিয়্যিকা'র পরিবর্তে 'রাসূলিকা' বলে শুনান। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাৎক্ষনিকভাবে 'রাসূলিকা' শব্দ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর শিখানো শব্দ 'নাবিয়্যিকা' পড়তে বলেন। -*বুখারী 'ফাযলু মাম বাতা আলাল অযূয়ে' অধ্যায় হাদীছ নং ২৪৭, পৃঃ ৩৮; অন্যান্য অধ্যায় হাদীছ নং ৬৩১১,৬৩১৩,৬৩১৫,৭৪৮৮।*

উল্লেখিত হাদীছ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আর কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি কেউ কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আ ব্যতীত নিজস্ব কোন দো'আ পাঠ করতে চান তবে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত সাধারণ নির্দেশের আওতায় তিনি যেভাবে ইচ্ছা দো'আ করতে পারেন।

আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল '৯৮ -এর (১৫/৮০) নং প্রশ্নোত্তরের ভূল সংশোধন

প্রশ্নঃ বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরে চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

-মুযাফ্ফার হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আম বিক্রয় করার নামে কয়েক বছরের জন্য আমের পাতা বিক্রয় করা শারীয়াত সম্মত নয়। কেন না নবী করীম (ছাঃ) কয়েক বছরের জন্য এক যোগে গাছ অথবা ফল বিক্রয় নিষেধ করেন। জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة رواه مسلم-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাক্বালা, মুযাবানা, মু'আওয়াম... থেকে নিষেধ করেছেন'। -*ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১।*

উক্ত হাদীছেই হাদীছে উল্লেখিত 'মু'আওয়ামা' শব্দের অর্থে বলা হয়েছে بيع السنين هى المعاومة অর্থাৎ একাধিক বছরের জন্য ক্রয় বিক্রয়ই হচ্ছে 'মু'আওয়ামা'। ইমাম নববী বলেন, গাছের ফল কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করাকে শারীয়তে 'মু'আওয়ামা' বলা হয়। -*নববী, মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১০।*

النهاية গ্রন্থে জাযারী বলেন, 'মু'আওয়ামা' হচ্ছে গাছে ফল আসার পূর্বেই দুই/তিন ও তদধিক বছরের জন্য খেজুর গাছের ফল অথবা গাছ বিক্রয় করা এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। - *তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং ১৩২৭ পৃঃ ৪৫১।* অতএব এরূপ ক্রয় বিক্রয় থেকে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যক।

[অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -পরিচালক, দারুল ইফতা]

http://islaminonesite.wordpress.com